দৈনিক বাংলা

তারিখ ... 25/1/79 ...
পৃষ্ঠা ... 5 কলাম ...

040

ঢাকা : বৃহস্পতিবার, ১১ই মাঘ, ১৩৮৫ ২৫শে জানুয়ারী, ১৯৭৯

ইউনেস্কোর সহযোগিতা

বাস্তব প্রয়োজন এবং অগ্রাধিকারের ভিত্তিতে ইউনেস্কো বাংলাদেশে তার সহযোগিতা কার্যক্রম অব্যাহত রাখার ও অনেকগুলি ক্ষেত্রে সম্প্রসারিত করার প্রতিশ্রুতি দিয়েছে। গত মঙ্গলবার বাংলাদেশ ও ইউনেস্কোর মধ্যে স্বাক্ষরিত এক স্মারকে এই বর্ধিত সহযোগিতার কথা বলা হয়। সহযোগিতার চিহ্নিত ক্ষেত্রগুলি হল : শিক্ষা, বিজ্ঞান প্রযুক্তি, সংস্কৃতি ও যোগাযোগ সেক্টর। ইউনেস্কো তার নিজস্ব কার্যক্রমের আওতায় এবং এর বাইরে জাতিসংঘের অন্যান্য সংস্থার সহযোগিতা কাঠামোর মধ্যে এসব ক্ষেত্রে যথাসাধ্য সহায়তা দেবে বাংলাদেশকে।

ইউনেস্কো মহাপরিচালক আমাদু মাহতার ম'বো তাঁর পাঁচদিনব্যাপী বাংলাদেশ সফরকালে ইউনেস্কো-বাংলাদেশ সহযোগিতার বিভিন্ন দিক নিয়ে বিশদ আলোচনা করেছেন সরকারী কর্মকর্তাদের সঙ্গে। এই সংলাপের ফলে শিক্ষা, সংস্কৃতি, প্রযুক্তি, যোগাযোগ প্রভৃতি সেক্টরে আমাদের সমস্যাগুলি অনুধাবন করতে পেরেছেন তিনি। স্বাক্ষরিত স্মারকটি এই উপলব্ধিরই ফলশ্রুতি।

শিক্ষা, বিজ্ঞান, প্রযুক্তি এবং সংস্কৃতি খাতে ইউনেস্কোর সহযোগিতা নিঃসন্দেহে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখবে আমাদের জাতীয় অগ্রযাত্রায়। প্রাথমিক শিক্ষা ও অপ্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা ছাড়াও কারিগরি শিক্ষা, পাঠ্যক্রমের উন্নয়ন এবং শিক্ষা পরিকল্পনা, ব্যবস্থাপনা ও এই খাতের আরও কয়েকটি ক্ষেত্রে পাওয়া যাবে ইউনেস্কোর সহায়তা। শিক্ষার সার্বিক উন্নয়নের দৃষ্টিকোণ থেকে এই সেক্টরগুলির প্রত্যেকটিই অগ্রাধিকারের দাবী রাখে। তবে এই মুহূর্তে আমরা প্রাথমিক শিক্ষা, অপ্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা এবং কারিগরি ও বৃত্তিমূলক শিক্ষার ওপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করতে চাই। জাতীয় উন্নয়ন কর্মকাণ্ডকে দ্রুতায়িত করার স্বার্থেই সমাজের সর্বস্তরে শিক্ষার বিস্তার আমাদের জন্যে অপরিহার্য। এই লক্ষ্য অর্জন করতে হলে সর্বজনীন প্রাথমিক শিক্ষা প্রবর্তনের পাশাপাশি বয়স্কদের সাক্ষরতা প্রদান এবং কারিগরি ও বৃত্তিমূলক শিক্ষাকেও উৎসাহিত করতে হবে ব্যাপকভাবে। আমাদের বিশ্বাস, এ ব্যাপারে ইউনেস্কো উল্লেখযোগ্য সহায়তা আমাদের দিতে পারে। ইউনেস্কোর প্রয়োজনীয় পৃষ্ঠপোষকতা যাতে এক্ষেত্রে পাওয়া যায় তার জন্যে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়কে অবশ্যই তৎপর হতে হবে।

বাংলাদেশকে সহায়তা দেয়ার ব্যাপারে ইউনেস্কো মহাপরিচালক যে গভীর আগ্রহ প্রকাশ করেছেন, তাতে আমরা অনুপ্রাণিত বোধ করছি। তিনি বলেছেন, ইউনেস্কো তার সাধ্যমতো বাংলাদেশের উন্নয়নে সহায়তা যোগাবে। তিনি আমাদের ঐতিহাসিক স্থানগুলি সংরক্ষণের ব্যাপারে বিশ্বসমাজের কাছ থেকে সহায়তা লাভেরও আশ্বাস দিয়েছেন। তবে এর জন্যে বাংলাদেশ সরকারকে অনুরোধ জানাতে হবে। ঐতিহাসিক সম্পদ রক্ষার এই উদ্যোগের গুরুত্ব কতটা তা বলার অপেক্ষা রাখে না। আশা করব, সরকার এব্যাপারে সক্রিয় ভূমিকা গ্রহণে তৎপর হবেন।